ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ১ মে ২০২০

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকে বর্তমান সরকারের চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ .... ৭

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ৮

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৮

হেফাজতে নির্যাতন ৮

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ১০

গুম ১২

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ১৫

কোভিড-১৯ মহামারী ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি ১৬

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ১৭

ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা ১৮

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ১৯

মৃত্যুদণ্ড ১৯

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৯

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা ১৯

জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন ও ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ২০

দুর্নীতি দমন কমিশন ২২

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ২৩

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিবর্তনমূলক আইন ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৪

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ .... ২৪

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৫

নারীর প্রতি সহিংসতা ২৬

ধর্ষণ ২৭

যৌন হয়রানি ২৭

যৌতুক সহিংসতা ২৮

এসিড সহিংসতা ২৮

শ্রমিকদের অধিকার ২৮

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ২৯

অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) শ্রমিক ৩০

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৩০

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ৩১

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন ৩১

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৩২

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৩

সুপারিশসমূহ ৩৪

সারসংক্ষেপ

১. ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসের (জানুয়ারি-মার্চ) মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর তৈরি প্রতিবেদনে গণতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতা হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার মত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২. ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ সরকার, তাই ২০২০ সালের প্রথম তিনমাসের মানবাধিকার লঙ্ঘন গত এগারো বছর ধরে চলমান মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই একটি ধারাবাহিক রূপ। সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতো রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। এমনকি বিচার বিভাগকেও সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অধীনে ২০১৪[১] এবং ২০১৮[২] সালে অনুষ্ঠিত প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে যে কয়টি সংসদের উপ-নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আস্থা না থাকায় ভোটাররা ভোট দিতে আর আগ্রহ দেখাননি। অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই ছিল ভোটার শূন্য। ফলে সরকারীদল ব্যাপক অনিয়ম-জালিয়াতির মাধ্যমে তাদের প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে।

৩. জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া ক্ষমতায় আসার কারণে সরকারের দায়মুক্তির সংস্কৃতি আরও প্রবল হয়েছে। ফলে নাগরিকরা গুম, বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের শিকার হয়েছেন। সরকারের জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকা, অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা এবং দোষী ব্যক্তিদের দায়মুক্তির কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে, যা ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে অব্যাহত ছিল। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বন্দুকযুদ্ধের নামে প্রায়শ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটাচ্ছে। এই সময়ে একসঙ্গে ৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

৪. করোনা ভাইরাস বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হওয়ার কারণে এটি মহামারি আকার ধারণ করেছে। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে বাংলাদেশের জনগণও আক্রান্ত এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশ সরকারও লকডাউন নীতি গ্রহণ করেছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণে বাংলাদেশ দুইমাসেরও বেশী সময় পেয়েছিল। কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫. বাংলাদেশে ফৌজদারি আইনগুলোতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিদ্যমান রয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের ক্ষেত্রে সরকার কোন আগ্রহ দেখায়নি।

৬. গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা বাংলাদেশে অহরহই ঘটছে। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে এবং গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোও ঘটেছে।

৭. এই তিনমাসে দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লংঘিত হয়েছে। ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্য, ক্ষমতাসীনদলের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে

---

[১] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২] এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে যা ছিল নজিরবিহীন।

ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও সাধারণ নাগরিকদের এবং 'ধর্মীয় অনুভূতিতে' আঘাত দেয়ার অভিযোগে বাউল শিল্পীর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সংবাদ প্রকাশ করার জেরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদকসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছেন। এই সময়ে সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ কে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে এই আইনের বিধিমালা জারি করেছে। সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকার বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়েছেন। সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের জেরে দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদককে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অনলাইন সংবাদমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে কারাদণ্ড দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৮. বরাবরের মত ২০২০ সালের প্রথম তিনমাসেও বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংকুচিত করা অব্যাহত ছিল। বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল সমাবেশে বাধা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘরোয়া বৈঠক থেকেও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতা করার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৯. ধারণক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত বন্দি থাকায় কারাগারগুলোতে চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং সেইসঙ্গে কারাকর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে।

১০. প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে বন্দি ছিলেন এবং বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে কারা ব্যবস্থাপনায় বন্দি অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ থাকলেও তিনি আদালত থেকে জামিন পাননি। সরকারি নির্দেশে খালেদা জিয়ার জামিন হয়নি বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৯ সালের মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, "আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন খালেদা জিয়াকে সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণের ঘাটতি ছিল এবং এটি বিরোধীদলীয় নেতাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরানোর জন্য ছিল একটি রাজনৈতিক চাল।"[৩] এরইমধ্যে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ে বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের কারণে সরকার শেষ পর্যন্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের শর্তযুক্ত মুক্তি দিয়েছে যে, তিনি রাজধানীতে তাঁর বাসায় থাকবেন এবং দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না। সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেটি অনুযায়ী তাঁকে বিএসএমএমইউ থেকে গত ২৬ মার্চ মুক্তি দেয়া হয়।

১১. গত তিনমাসে সারাদেশে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, অপহরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মারধর, শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর নৃশংসতা ও নারীর ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তপনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।

১২. গত তিনমাসে নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত ছিল। অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের শিকার নারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে বাধা

[৩] https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/BANGLADESH-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT-1.pdf

প্রদান, ধর্ষণ মামলায় সাক্ষিদের ভয়ভীতি দেখানো বা তাঁদের ওপর অভিযুক্তদের হামলা এবং ধর্ষণের ঘটনায় ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা সালিশের মাধ্যমে মিটমাট করে দিয়ে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের পাশাপশি যৌন সহিংসতাও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যৌতুক নেয়া বেআইনী হওয়া সত্ত্বেও যৌতুকের জন্য নারীদের ওপর নিপীড়ন ও হত্যা একটি অপসংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৩. চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে এবং এই সময়ে পুলিশের গুলিতে এক জন শ্রমিক নিহত হন।

১৪. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে বাংলাদেশের ওপর ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।[৪] ২০২০ সালের প্রথম তিনমাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন ব্যাপক আকার ধারন করে।

১৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর ফাতু বেনসুদা, ২০১৯ সালের ৪ জুলাই বাংলাদেশ/ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের পরিস্থিতিতে তদন্ত শুরু করার জন্য বিচারিক অনুমোদনের আবেদন করেন। অপরদিকে, গাম্বিয়া গত বছরের ১১ নভেম্বর মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা - আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যদের হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। এরই প্রেক্ষিতে গত ২৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাখাইনে থাকা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে মিয়ানমারকে চারটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়।[৫] আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের নির্দেশের মাত্র একদিন পর ২৪ জানুয়ারি মধ্যরাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গ্রাম কিন তং এ গোলাবর্ষণ করে। এতে অন্তঃসত্ত্বা এক নারীসহ দুই জন রোহিঙ্গা নিহত এবং সাতজন আহত হন। এছাড়া গত ২৮ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত তাদের তদন্ত শুরু করে। দুইটি আন্তর্জাতিক আদালতে তদন্ত চলাকালেও রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা অব্যাহত ছিল। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাখাইনের বু তা লোন গ্রামে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গোলাবর্ষণ করলে ১২ বছরের এক শিশুসহ ৫ জন রোহিঙ্গা নিহত হন।[৬]

১৬. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে সরকার সব সময় সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সাল থেকে এই সরকার যে নিপীড়ন শুরু করেছিল তার কোন পরিবর্তন হয়নি ২০২০ সালেও। ২০১৪ সালে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের[৭] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও তা নবায়ন করা হয়নি। এছাড়া স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে অধিকারের সমস্ত লেনদেন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে।

---

[৪] ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে। ভারতের অনুরোধে বাংলাদেশ তার ভেতর দিয়ে ভারতের রাজ্য আসাম ও ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহণের জন্য 'ফি' টন প্রতি ১০৫৪ টাকা থেকে কমিয়ে ১৯২ টাকা করেছে (https://www.bd-pratidin.com/abroad-paper/2019/11/24/477559)। সব মহলের প্রতিবাদের পরও ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিবে।

[৫] মানবজমিন ২৪ জানুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=209747

[৬] যুগান্তর ২ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/international/284467

[৭] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২০

১-৩১ মার্চ ২০২০*						
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		২১	২৪	২৮	৭৩
	নির্যাতনে মৃত্যু		১	২	৩	৬
	গুলিতে নিহত		১	০	৫	৬
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	১	১
	মোট		২৩	২৬	৩৭	৮৬
গুম			৪	৩	২	৯
কারাগারে মৃত্যু			৪	৬	৭	১৭
মৃত্যুদণ্ডাদেশ			৩৩	২৮	১৮	৭৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		১৩	৩	০	১৬
	বাংলাদেশী আহত		৪	২	০	৬
	বাংলাদেশী অপহৃত		১	০	২	৩
	মোট		১৮	৫	২	২৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১	৬	৫	১২
	লাঞ্ছিত		৩	৫	১	৯
	আক্রমণ		০	২	০	২
	হুমকির সম্মুখীন		০	০	৩	৩
	মোট		৪	১৩	৯	২৬
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত		০	৫	৬	১১
	আহত		২০৯	১৩২	১৪৬	৪৮৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৬	৮	১২	৩৬
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)		৬৬	৭২	৫৭	১৯৫
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী		২৬	৩৩	২৫	৮৪
	বয়স জানা যায়নি		০	১	০	১
	মোট		৯২	১০৬	৮২	২৮০
যৌন হয়রানীর শিকার			১১	১৫	১৩	৩৯
এসিড সহিংসতা			০	৩	১	৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৬	২	৪	১২
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০
		আহত	৪	১০	০	১৪
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক (ইনফরমাল সেক্টর)	নিহত	৫	৬	৭	১৮
		আহত	১১	১	১৭	২৯
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার			৫	৪	৫	১৪

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. সরকারের জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকা, অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তি এবং দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানের কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেই চলেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো 'বন্দুকযুদ্ধে' মৃত্যু হিসেবে অভিহিত করে এই হত্যাকাণ্ডকে আড়ালে চেষ্ঠা করে। অনেক ক্ষেত্রেই উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করার পর বলা হচ্ছে যে, ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ঐ ব্যক্তি বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। সাধারণত পুরুষরা বিচারবহির্ভূত হত্যাণ্ডের শিকার হলেও চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে একজন নারী বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এছাড়া একসঙ্গে ৭ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

২. জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৮৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪০ জন পুলিশ, ২৪ জন র‍্যাব, ১৪ জন বিজিবি, ৭ জন ডিবি পুলিশ ও ১ জন আর্মি'র হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৮৬ জনের মধ্যে ৭৩ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ৬ জন পুলিশ ও বিজিবি'র গুলিতে ও ৬ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ১ জনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩. গত ৫ জানুয়ারি কক্সবাজার জেলার টেকনাফে পুলিশের গুলিতে সমুদা বেগম (৪০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, সমুদা বেগম একজন মাদক ব্যবসায়ী এবং পুলিশের অভিযানের সময় মাদক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময়ের সময়ে তিনি নিহত হন।[৮]

৪. গত ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি মামলায় ফেণী আদালতে হাজিরা শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন শামসুল হুদা নিশান, শরিফুল ইসলাম ও মাহফুজ আলম সুজন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে শামসুল হুদা নিশান ও শরিফুল ইসলাম পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন এবং অপর যুবক সুজন নিহত হন ২৯ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে। সোনাগাজী পুলিশের দাবি তারা ডাকাত দলের সদস্য। নিহতদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, পুলিশ ধরে নিয়ে তাঁদের গুলি করে হত্যা করেছে।[৯]

৫. গত ২ মার্চ কক্সবাজার জেলার টেকনাফে র‍্যাবের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' টেকনাফের শালবন রোহিঙ্গা শিবিরের বাসিন্দা মোহাম্মদ ফারুক, নুর হোসেন, মোহাম্মদ ইমরানসহ ৭ জন রোহিঙ্গা সদস্যকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০]

হেফাজতে নির্যাতন

৬. গত তিন মাসে অন্তরীণ অবস্থায় পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ শুধুমাত্র কাগুজে আইন হিসেবে বহাল থাকায় বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তির কারণে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। হেফাজতে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পরিবার মামলা দায়ের করে পুলিশের হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়ছেন। অধিকাংশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করে থাকেন আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। ফলে এই তদন্ত নিরপেক্ষভাবে হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে এক জন নারী সহ মোট ৬ ব্যক্তি পুলিশি হেফাজতে নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৭. গত ২ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে পুলিশের হেফাজতে মোজাফফর হোসেন (৩০) নামে এক অটোরিকশাচালক মারা যান। মোজাফফর হোসেনের বাবা আবদুল ওহাব জানান, মোজাফফরের রিকশায়

---

[৮] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/263807

[৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১০] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০২০

একজন মাদক চোরাকারবারি উঠেছিল। পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টা করলে তিনি পালিয়ে যান। এরপর পুলিশ ঐ ব্যক্তির ফেলে যাওয়া সাড়ে তিন কেজি গাঁজা ও অটোরিকশাসহ মোজাফফরকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। থানা হাজতে মোজাফফরের ওপর পুলিশ নির্যাতন চালালে তিনি মারা যান।[১১]

পুলিশের হেফাজতে মৃত অটোচালক মোজাফফর হোসেন। ছবি: ইত্তেফাক, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

৮. গাজীপুরে গোয়েন্দা পুলিশের নির্যাতনে ইয়াসমিন বেগম নামে এক নারী মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর শহরের ভাওয়াল গাজীপুর এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল আবদুল হাইকে গ্রেফতার করার জন্য তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায়। কিন্তু আবদুল হাইকে না পেয়ে তারা কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে বাড়িতে ঢুকে আবদুল হাইয়ের স্ত্রী ইয়াসমিন বেগমকে গ্রেফতার করে। এই সময় ইয়াসমিন বেগম যেতে না চাইলে তাঁকে মারধর করে ডিবি পুলিশের সদস্যরা। পুলিশের দাবি, ইয়াসমিন বেগম একজন মাদক ব্যবসায়ী। অভিযানের সময় ১০০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। নিহত ইয়াসমিন বেগমের ছেলে ইয়াছিন আরাফাত বলেন, খবর পেয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁর মাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। তখন তিনি তাঁর মায়ের মুঠোফোনে কল করলে অপরপ্রান্ত থেকে ফোনে তাঁকে গালিগালাজ করা হয় । এই সময় তিনি মুঠোফোনে তাঁর মায়ের কান্না ও চিৎকারের শব্দ শুনতে পান। রাত ১১ টায় তাঁর মায়ের ফোন থেকেই কেউ একজন ফোন করে প্রথমে তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে যেতে বলে। পরে আবার ফোন করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে বলা হয়। হাসপাতালে গিয়ে তিনি তাঁর মায়ের মৃত্যুর খবর পান। ইয়াছিন জানান, তাঁর মা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং ঐ দিন কোন ইয়াবা উদ্ধার করা হয়নি। মাদকের মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ তাঁর মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে।[১২]

৯. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ অনুযায়ী ঢাকার উত্তরা থানার পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করায় মামলার বাদী থানা হেফাজতে নির্যাতনে নিহত আলমগীর হোসেনের স্ত্রী আলো বেগম ও মামলার সাক্ষিদের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০২০ সালের ১৫ জানুয়ারি আলো বেগম মহানগর দায়রা জজ আদালতে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে উত্তরা (পশ্চিম) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তপন চন্দ্র দাস, এসআই মিজান, এ এসআই নাজমুল ও পুলিশ সদস্য সোহাগের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার উত্তরার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেনকে শান্ত নামে এক ব্যক্তি ফোন করে উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে ডেকে নেয়। সেখানে উত্তরা (পশ্চিম) থানার এসআই মিজান কোনো কথা না বলে আলমগীরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে, "তোর কাছে ইয়াবা আছে।" এর পরপরই আলমগীরকে এসআই মিজান আটক করে থানায় নিয়ে যায়। সারারাত হাজতে আটকে রেখে পুলিশ আলমগীরের ওপর নির্যাতন চালায়। প্রান্ত নামে এক ব্যক্তি ওই সময় থানা হেফাজতে আটক ছিলেন। তিনি নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানা গেছে। পরের দিন আলমগীরকে পুলিশ আদালতে পাঠালে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। কারাগারে আলমগীরের শারিরীক অবস্থা গুরুতর হয়ে পড়লে তাঁকে ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আলো বেগম অভিযোগ করেন,

[১১] নয়াদিগন্ত, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/477702

[১২] প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1640605

মামলা দায়েরের পর থেকে অচেনা নম্বর থেকে তাঁর কাছে অনবরত ফোন আসতে থাকে এবং তাঁকে হুমকি দিয়ে বলা হয় যে, তাঁর অবস্থা তাঁর স্বামীর মত হবে। তিনি আরো বলেন, থানা হাজতে আলমগীরের ওপর নির্যাতনের সাক্ষী প্রান্তকেও হুমকি দেয়া হচ্ছে।[১৩]

১০. গত ১২ মার্চ ময়মনসিংহ শহরে প্রেসক্লাবের সামনে একটি অটোরিকশায় বাবার লাশ রেখে শিশু সন্তান আরিফ (১২) পুলিশের নির্যাতনে তার বাবা মারা গেছেন বলে এর বিচার দাবি করে।[১৪] গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় আলতাফ আলী নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে মুক্তাগাছা থানার এসআই আবুল খায়ের ও এএসআই আবদুল হামিদ তাঁকে আটক করে। কি কারণে তাঁকে আটক করা হয়েছে তা জানতে চাইলে আলতাফ আলীকে পুলিশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের সামনেই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এরপর আহাদ আলীকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ এবং তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ৮৫ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করে। দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা টাকা দিতে না পারায় তিন দিন থানায় আটক রেখে পুলিশ আলতাফ আলীর ওপর নির্যাতন করে এবং একটি ফৌজদারি মামলায় আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। গত ৫ মার্চ আলতাফ আলী জামিনে মুক্ত হওয়ার পর তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা করান এবং ১২ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৫]

১১. গত ২১ মার্চ রাজধানীর উত্তরখানের চামুরখান এলাকায় পুলিশের নির্যাতনে মনিরুজ্জামান হাওলাদার (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। তিনি ঢাকা জেলা ও দায়রা জজকোর্টের গারোদখানায় চাকরি করতেন। নিহতের পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘটনার দিন ভোরে উত্তরখান থানা থেকে প্রায় ২৫ জন পুলিশ তাঁদের বাসায় এসে জানায়, তাদের কাছে অভিযোগ আছে এ বাসায় পাঁচজনকে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করা হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ তিনজনকে ধরে এবং মনিরুজ্জামানকে মারতে মারতে চারতলার ছাদে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পুলিশ তাঁদের জানায়, মনিরুজ্জামানের স্ট্রোক করেছে। পরে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ মনিরকে ছাদে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। তবে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।[১৬]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

১২. ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্রসফায়ারে হত্যার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, মূল অভিযুক্তের পরিবর্তে নিরাপরাধ নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো, হয়রানি, শিশুদের মামলায় অভিযুক্ত করা, আটক বাণিজ্য এবং চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার কাজে সরকারের পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে।

১৩. পশ্চিম ঝালকাঠি এলাকায় কামরুল ইসলাম বাচ্চু তাঁর ছেলে ইয়াদিন ইসলামকে মারধর এবং টাকা ও মালামাল ছিনতাইয়ের অভিযোগে ২০১৯ সালের ২৪ মে সদর থানায় মোহাম্মদ শাওন ও মোহাম্মদ শামীমের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার এসআই মন্টু মিয়া ছয় বছরের মোহাম্মদ শাওনকে ২৮ বছর উল্লেখ করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। গত ২০ জানুয়ারি ঝালকাঠি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে শিশু মোহাম্মদ শাওনকে একটি ফৌজদারী মামলায়

---

[১৩] প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি ২০২০

[১৪] প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০২০

[১৫] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০২০

[১৬] নয়া দিগন্ত, ২২ মার্চ ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/490134; নিউ এজ, ২২ মার্চ ২০২০; https://www.newagebd.net/article/102943/

হাজির করা হলে আদালত মোহাম্মদ শাওন এর বয়স বিবেচনা করে তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়।[১৭]

১৪. গত ২৯ জানুয়ারি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের কাপড় ব্যবসায়ী সোহেলকে কালীগঞ্জে তাঁর দোকান থেকে সাদা পোশাকধারী ঢাকা জেলা (দক্ষিণ) গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য এসআই সৈয়দ মাহমুদুল ইসলাম, এএসআই ফরহাদ আলী, কনস্টেবল মোহাম্মদ রাজিব আহমেদ, মোহাম্মদ সুমন, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, মোহাম্মদ রাসেল ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসন আটক করে। এরপর লুটেরচর এলাকায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা আদায় করে ছেড়ে দেয়। ঘটনার প্রতিকার চেয়ে সোহেল ঢাকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ করলে গোয়েন্দা পুলিশের (দক্ষিণ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলামকে ঘটনাটি তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সাত পুলিশ সদস্যকে ডিবি থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়।[১৮]

১৫. গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীপুরের মাস্টারবাড়ি এলাকায় একটি স'মিল থেকে নূর মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ী বলে আটক করে শ্রীপুর থানা পুলিশের সহকারী উপ-পরিদর্শক মহব্বত আলী। এই সময় স'মিলের মালিক আনিসকেও আটক করা হয়। আটকের পর নূর মোহাম্মদের কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় ঐ পুলিশ কর্মকর্তা এবং তাঁদের কাছে মোটা অংকের টাকা দাবী করা হয়। পরে নূর মোহাম্মদ ও আনিস বাড়ি থেকে দেড় লক্ষ টাকা এনে পুলিশকে দিলে তাদের রাত আনুমানিক ২ টায় থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।[১৯]

১৬. গত ৩ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলা মাটিরাঙ্গায় মোহাম্মদ সাহাব মিয়া তাঁর নিজের বাগান থেকে চারটি কাঁঠালগাছ কাটেন। এরপর কাটা গাছগুলো গাজীনগর এলাকায় একটি করাত কলে নেয়ার পথে ৪০ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এর খেদাছড়া জোনের সদস্যরা গাছ বহনকারী ট্রাক্টরটি থামিয়ে গাছগুলো অবৈধভাবে কাটা হয়েছে বলে দাবি করে তা জব্দ করার চেষ্টা করে। এই নিয়ে সাহাব মিয়ার সঙ্গে বিজিবির সদস্যদের কথা কাটাকাটি হয় এবং একপর্যায়ে স্থানীয় লোকজন সেখানে উপস্থিত হয়ে এর প্রতিবাদ করলে বিজিবির সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাঁধে। একপর্যায়ে বিজিবির সদস্যরা জনতার ওপর গুলি ছুঁড়লে বাগান মালিক মোহাম্মদ সাহাব মিয়া এবং তাঁর ছেলে মোহাম্মদ আকবর আলী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ সাহাব মিয়ার আরেক ছেলে আহম্মদ আলী ও আহম্মদ আলীর শ্বশুড় মফিজ মিয়া এবং বিজিবির সদস্য মোহাম্মদ শাওন পরবর্তীতে মারা যান। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ বিজিবির কোন কোন সদস্য দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রানী করছেন। বিজিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অবৈধ কাঠ পাচার রোধে ব্যবস্থা নিলে স্থানীয় লোকজন বিজিবির টহলদলকে ঘিরে ধরলে বিজিবি এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে স্থানীয় লোকজন বিজিবির অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গুলিবর্ষণ করে। এতে বিজিবির সদস্য মোহাম্মদ শাওন ও স্থানীয় চারজনের মৃত্যু হয়।[২০] বিজিবির সদর দপ্তর কেন তাঁদের দল সীমান্ত থেকে বিশ কিলোমিটার দুরে যায় এবং কেন তাঁরা কাঠেরগুঁড়ি জব্দ করার চেষ্টা করেন, যা সংরক্ষিত বন থেকে কাটা হয়নি তার কোন ব্যাখা দেননি। এই ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, বিজিবির সদস্যরা আন্তজার্তিক সীমানার ৮ কিলোমিটারের বাইরে চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন না।[২১] এই ঘটনায় গত ৫ মার্চ বিজিবির হাবিলদার ইসহাক আলী বাদী হয়ে ১৯ জনের নাম উল্লেখ করে ও ৬০/৭০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে মাটিরাঙ্গায় একটি মামলা দায়ের

[১৭] নয়াদিগন্ত, ২১ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/473886
[১৮] যুগান্তর, ৩১ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/273561
[১৯] যুগান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/282253
[২০] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০
[২১] নিউ এজ, ৪ মার্চ ২০২০; https://www.newagebd.net/article/101161

করেন। মামলায় বিজিবির গুলিতে নিহত সাহাব মিয়া, আকবর আলী, আহম্মদ আলী ও মফিজ মিয়াকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[২২]

১৭. গত ২৬ মার্চ আনুমানিক সকাল সোয়া ৬টায় বরগুনা জেলার আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (তদন্ত) কক্ষ থেকে হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি শানু হাওলাদারের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। শানুর পরিবারের অভিযোগ পুলিশকে টাকা না দেয়ায় তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। শানুর পরিবার জানায়, গত ২০১৯ সালের ৩ নভেম্বর আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী ইউনিয়নের পশ্চিম কলাগাছিয়া গ্রামের ইব্রাহিম নামের এক কৃষককে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ঐ মামলার এজাহারে শানু হাওলাদারের সৎ ভাই মিজানুর রহমান হাওলাদারকে আসামি করা হয়। কিন্তু ঐ মামলায় পুলিশ শানু হাওলাদারকে ২৩ মার্চ রাত সাড়ে ১১টায় সন্দেহভাজন হিসেবে ধরে নিয়ে যায়। থানার ওসি আবুল বাশার ও ওসি (তদন্ত) মনোরঞ্জন মিস্ত্রি শানুর পরিবারের কাছে ৩ লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে বলে শানুর পরিবার অভিযোগ করে। কিন্তু শানুর পরিবার পুলিশকে টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় টাকা না পেয়ে শানু হাওলাদারকে থানা হাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করা হয়। নিরুপায় হয়ে শানুর ছেলে সাকিব হোসেন ২৪ মার্চ সকালে ওসি আবুল বাশারের হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দেন। কিন্তু তার পরেও নির্যাতন চলতে থাকে। অন্যদিকে ওসি আবুল বাশারের দাবি, আসামি শানু বাথরুমে যাওয়ার কথা বললে পুলিশ তাঁকে নিয়ে যায়। এক ফাঁকে শানু হাওলাদার ওসি (তদন্ত) মনোরঞ্জন মিস্ত্রির কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনা তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং মনোরঞ্জন মিস্ত্রি ও ডিউটি অফিসার এএসআই আরিফুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।[২৩]

ফেনের সংঙ্গে রশি দিয়ে ফাঁসলাগিয়ে আত্মহত্যা করে থানার পরিদর্শকের কক্ষে শানু হাওলাদারের অর্ধনগ্ন ঝুলন্ত লাশ ও স্বজনদের আহাজারি। ছবি ঃ আমাদের সময়, ২৭ মার্চ ২০২০

গুম

১৮. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশে গুমের অভিযোগগুলো নিয়মিতভাবে আসতে থাকে, যা বর্তমানে ব্যাপক রূপ নিয়েছে। গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে

---

[২২] নয়াদিগন্ত, ৬ মার্চ ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/485863

[২৩] যুগান্তর, ২৭ মার্চ ২০২০, https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/293098, আমাদের সময়, ২৭ মার্চ ২০২০; http://www.dainikamadershomoy.com/post/248128

রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে।[২৪] কোন কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন গুম করে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ছাড়া পাওয়া ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ভয়ে মুখ খুলেন না। অনেককে আবার দীর্ঘদিন গুম করার পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালতে সোপর্দ করার আগে কোথায় আটক করে রাখা হয়েছিল, তা ভয়ে প্রকাশ করেন না পরিবারের সদস্যরা। জামিনে মুক্তি পাওয়া কোন কোন ব্যক্তিকে জেল থেকে বের হওয়ার পর জেল গেট থেকে তুলে নিয়ে গুম করার অভিযোগও পাওয়া গেছে। আবার গুম করার পর অনেকের লাশ পাওয়া গেছে। অনেকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। 'ইসলামী জঙ্গী' দমনের নামেও গুমের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৯. *অধিকার এর* তথ্য মতে জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ৯ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৬ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ৩ জনের এখনও পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

২০. ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের সদস্যরা গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী শেখ ইফতেখারুল ইসলাম আরিফসহ পাঁচজনকে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছেন বলে জানান। শেখ ইফতেখারুল ইসলাম গত ৯ জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন।[২৫]

২১. সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর জেল গেট থেকে বোরহানউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে তুলে নেয়ার পর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ১৫ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন বোরহান উদ্দিনের মা রাশেদা খাতুন। রাশেদা খাতুন বলেন, গত ১০ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে তাঁর ছেলে বোরহান উদ্দিন রাত আনুমানিক ৮ টায় সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে বের হলে জেল গেট থেকে সাদা পোশাকধারী আইনের লোক তাঁকে একটি মাইক্রোবাসে করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তাঁরা বোরহানের খোঁজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করলে তারা বোরহানের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। এর আগে ২০১৬ সালের ২৬ জুলাই রাতে জঙ্গি সন্দেহে বোরহানকে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। দুই বছর ৯ মাস কারাগারে থাকার পর ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল জামিনে মুক্তি পেয়ে বোরহান ৮ এপ্রিল সকালে কারাগার থেকে বের হলে সাদা পোশাকে একদল লোক কারাগার ফটক থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে ২২ দিন পর ২৮ এপ্রিল একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখায় গোয়েন্দা পুলিশ। এই মামলায় দীর্ঘদিন জেলে থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি জামিনে মুক্তি পেলে পুনরায় একই কায়দায় তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।[২৬] গত ১৬ ফেব্রুয়ারি র‌্যাব সদস্যরা বোরহানউদ্দিনকে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় হস্তান্তর করলে পুলিশ একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়।[২৭]

২২. আইয়ুব আলীর পরিবারের অভিযোগ গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাত ১১.৩০ মিনিটের দিকে যখন তিনি টিভি দেখছিলেন তখন তাঁকে রেল কলনিপাড়ায় তাঁর বাসা থেকে দুই পুলিশ সদস্য তুলে নিয়ে তাঁকে

---

[২৪] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তাঁর স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজাউল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‌্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‌্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[২৫] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

[২৬] যুগান্তর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/278887

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো তথ্য।

বোচাগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। পরে সেই রাতে তাঁকে একটি মাইক্রোবাসে করে অন্য কোথাও স্থানান্তর করে বলে তাঁর মেয়ে লাভলি ইয়াসমিন অভিযোগ করেন। পরের দিন তাঁরা ডিবি পুলিশসহ বিভিন্ন জায়গায় আইয়ুব আলীর খোঁজ করলে তাঁকে গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। ১৭ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব আলীর পরিবার জানতে পারেন তাঁর লাশ পাওয়া গেছে।[২৮]

২৩. গুম হওয়ার দেড় বছর পর সাবেক র‍্যাব কর্মকর্তা লে.কর্নেল হাসিনুর রহমান গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১১ টায় মীরপুরের বাসায় ফিরে আসেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী শামীমা আখতার। ২০১৮ সালের ৮ অগাস্ট রাত সাড়ে ১০ টায় সাদাপোশাকের একদল লোক হাসিনুরকে ঢাকার মীরপুরের ডিওএইচএসের তাঁর বাসার সামনে থেকে তুলে নিয়ে গুম করে।[২৯] তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন।

র‍্যাব কর্মকর্তা লে.কর্নেল হাসিনুর রহমান। ছবিঃ মানবজমিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

২৪. গত ৩০ জানুয়ারি ঢাকার খিলক্ষেতে মোহাম্মদ শাহীন (৩২) ও নাজমুল হুদা (২৫) নামে দুই যুবককে ধরে নিয়ে গুম করার পর হাতিরঝিল থানা পুলিশ তাঁদের গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। শাহীনের ভাই বাচ্চু মিয়া জানান, শাহীন পাখির ব্যবসা করতেন। তাঁর নামে কোন মামলা ছিল না। গত ১৬ জানুয়ারি গাজীপুর জেলার টঙ্গীর হোন্ডা রোডের পাখির দোকান থেকে সাদাপোশাকের লোকেরা শাহীনকে তুলে নিয়ে যায়। সেই ভিডিও চিত্র তাঁদের কাছে আছে। ডিবি অফিসসহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা শাহীনের খোঁজ করলেও কেউ গ্রেফতারের বিষয়টি স্বীকার করেনি। বন্দুকযুদ্ধের নামে গুলি করে শাহীনকে হত্যা করেছে পুলিশ। নাজমুল হুদার মা নাজমা বেগম বলেন, নাজমুল লেগুনা চালাতেন। ১৩ জানুয়ারি সাদাপোশাকের একদল লোক নাজমুলকে টঙ্গীর বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়।[৩০]

২৫. ফটোসাংবাদিক ও পক্ষকাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল গত ১০ মার্চ কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর তাঁকে গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩১] উল্লেখ্য, গত ২ মার্চ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশ করার জেরে মাগুরা-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও প্রতিবেদক আল-আমিন এবং ৩২ জন যাঁরা সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই সংবাদটি শেয়ার করেছেন

---

[২৮] ডেইলি স্টার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.thedailystar.net/backpage/news/drug-dealer-killed-during-gunfight-1869877

[২৯] মানবজমিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=214271

[৩০] প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

[৩১] Amnesty International, 18 March 2020; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/bangladesh-must-reveal-whereabouts-of-disappeared-journalist-and-end-repression/?fbclid=IwAR1sBX7coInY8oVSwbtof-p_3q7LPrhiaIeAQI6FwK0P0gZgEC3jhFu9kv4

তাঁদের বিরুদ্ধে গত ৯ মার্চ ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন।[৩২] এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন শফিকুল ইসলাম কাজল।

ফটোসাংবাদিক ও পক্ষকাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল । ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ১৩ মার্চ ২০২০

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

২৬. বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ার কারণে অনেক মানুকে কোন প্রমাণ ছাড়াই কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কারাগারে বন্দিরা বিভিন্নভাবে কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করার ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে মানবিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বরাবরের মতো ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণক্ষমতার অনেক বেশি বন্দি ছিল। এই সময়ে কারাগারে চিকিৎসকের সঙ্কট থাকায় অধিকাংশ বন্দি সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং কয়েকজন বন্দি অসুস্থ হয়ে কারাগারে মারা গেছেন। উল্লেখ্য, খুলনা বিভাগে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারসহ মোট ১০টি কারাগারে বন্দি প্রায় ৭ হাজার। কিন্তু এই বন্দিদের চিকিৎসা করার জন্য কোন চিকিৎসক নাই।[৩৩] এছাড়া কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি এবং সঠিক সেনিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে বন্দিরা কভিট-১৯ সংক্রমনের উচ্চ ঝুকিতে রয়েছেন।

২৭. সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণক্ষমতা ৪১,৩১৪। তবে, ২০২০ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সারাদেশের কারাগারে মোট ৮৩,১২১ জন বন্দি ছিলেন। মোট ধারণক্ষমতার মধ্যে ব্যবস্থা রয়েছে পুরুষ বন্দিদের জন্য ৩৯,৩৯৫ এবং মহিলা বন্দিদের জন্য ১,৯১৯। অথচ মোট ৮৩,১২১ জন বন্দির মধ্যে ছিলেন ৬১,৩৪৩ জন পুরুষ বিচারাধীন বন্দি, ২৬১৫ জন মহিলা বিচারাধীন বন্দি, ১৮,৪৮৩ জন পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি এবং ৬৯০ জন মহিলা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি ছিলেন।[৩৪]

২৮. জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ১৭ জন ব্যক্তি 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।

২৯. দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া (৭৪) বন্দি থাকা অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের কারা হেফাজতে গত ২৬ মার্চ পর্যন্ত ভর্তি ছিলেন। গত ২৪ জানুয়ারি ও ১১ ফেব্রুয়ারি দুই দফা হাসপাতালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর বোন সেলিমা ইসলাম জানিয়েছিলেন যে, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের ডাক্তাররা যে চিকিৎসা দিচ্ছেন তাতে কাজ হচ্ছে না।[৩৫] উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিএনপি'র চেয়ারপারসন

---

[৩২] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০২০; Amnesty International, 21 March 2020; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/cctv-footage-shows-last-whereabouts-of-bangladeshi-journalist-shafiqul-islam-kajol/?fbclid=IwAR2gHPg9HKwiCv7uv6YJiSs7EwGfwQSNfOMLX-DgLfyYR24S4clQ1kbPs6g

[৩৩] নয়াদিগন্ত, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/law-and-justice/474817

[৩৪] https://prison.com.bd/

[৩৫] যুগান্তর, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/politics/270862

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়।[৩৬] এরপর ২০২০ সালে পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী সঙ্কট শুরু হলে মার্চ থেকে বাংলাদেশেও এই রোগের সংক্রমণ দেখা দিলে ২৫ মার্চ সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে ছয় মাসের শর্তে মুক্তি দিয়েছে যে, তিনি রাজধানীতে তাঁর বাসায় থাকবেন এবং দেশ ছেড়ে যেতে পারবেন না। সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুযায়ী তাঁকে বিএসএমএমইউ থেকে গত ২৬ মার্চ মুক্তি দেয়া হয়।

কোভিড-১৯ মহামারী ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি

৩০. কোভিড-১৯ প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে বাংলাদেশের জনগণও আক্রান্ত এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধের উপায় হিসেবে ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশ সরকারও লকডাউন নীতি গ্রহণ করেছে। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে সঠিক পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনার অভাব, প্রকট চিকিৎসা সংকট এবং খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে কোভিড-১৯ এর সময় ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি এই সংকটকে কঠিন রূপ দিয়েছে।

৩১. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণে বাংলাদেশ দুইমাসেরও বেশী সময় পেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। করোনা ভাইরাস সন্দেহভাজনদের পরীক্ষা করা, চিকিৎসা পরিচালনা ও কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার একমাত্র রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) কে দায়িত্ব দেয়। অথচ দেশে বিএসএমএমইউ, আইসিডিডিআরবি, গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে শুরু থেকে যুক্ত করা হয়নি। সারাদেশের ১৮০ মিলিয়ন জনসংখ্যার জন্য মাত্র ৫০০টি আইসিইউ বেড রয়েছে।[৩৭] শুরু থেকেই করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রচেষ্টার অভাবসহ শনাক্তকরণ পরীক্ষায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইইডিসিআর এর সমন্বয়হীনতা ও এর অদক্ষ কার্যক্রমে সময়ক্ষেপন হওয়ায় করোনা ভাইরাস কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমিত হয়েছে। কোভিড-১৯ নির্ণয় পরীক্ষায় সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, যথাযথ ব্যবস্থার অভাব এবং স্বাস্থসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট-পিপিই) সরবরাহ না করায় চিকিৎসকরা সাধারণত কোভিড-১৯ এর মত উপসর্গ নিয়ে আসা অসুস্থ ব্যক্তিদের অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসাসেবা না দেয়ার কারণে এই ধরনের বহু রোগী এবং তাঁদের পরিবারকে ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে।[৩৮] অন্যদিকে পিপিই ছাড়া চিকিৎসা সেবা দেয়ায় বেশ কয়েকজন ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মারাও গেছেন।[৩৯]

৩২. সরকারি তথ্য অনুযায়ী গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণের নিশ্চিত সংখ্যা ছিল ৫১ জন এবং এই সময়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়।[৪০] যদিও বেসরকারি হিসেবে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ/উপসর্গ (জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট) নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৭ জন মারা গেছেন।[৪১] এমনকি চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে আরও বেশি মানুষ সাধারণ সর্দি/জ্বর/ফ্লুতে মারা যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। জানা গেছে উল্লেখিত রোগীদের পরীক্ষা করা হয়নি, তবে স্থানীয় চিকিৎসকরা তাঁদের করোনা ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত বলে সন্দেহ করায় চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করেন।

---

[৩৬] https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1314442019ENGLISH.pdf
[৩৭] http://www.humanrights.asia/news/ahrc-news/AHRC-JST-001-2020/
[৩৮] নিউ এজ, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.newagebd.net/article/103590/covid-19-and-healthcare-denial
[৩৯] Ibid
[৪০] https://www.who.int/docs/default-source/searo/bangladesh/covid-19-who-bangladesh-situation-reports/who-ban-covid-19-sitrep-05.pdf?sfvrsn=23b90f3c_8
[৪১] ঢাকা ট্রিবিউন, ৫ এপ্রিল ২০২০; https://www.dhakatribune.com/health/coronavirus/2020/04/05/37

৩৩.দেশের সাধারণ জনগণসহ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, দেশে কোভিড-১৯ এ সংক্রমিতদের সম্ভাব্য সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে প্রকৃত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং ভাইরাসের লক্ষণ/উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু জনমণে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। এর কারণ করোনা শনাক্তকরণের পরীক্ষা খুবই অপ্রতুল এবং সম্ভাব্য রোগীদের করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় হলো, স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাদার, চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড বয় এবং অন্যান্য সহায়ক কর্মীদের সুরক্ষার জন্য সরকার কোনও সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।[৪২]

৩৪.করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়েনি, বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। চলমান করোনা ভাইরাস মহামারী পরিস্থিতির কারণে লকডাউন থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, দিনমজুর, গার্মেন্টস কর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারী ত্রাণসামগ্রী তাঁদের সঠিকভাবে বন্টন না করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং প্রহসনমূলক স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে আসা প্রতিনিধিরা লুটপাট করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। শত শত বস্তা চাল, গম তাদের বাড়ি থেকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে।[৪৩]

৩৫.এদিকে ২৬ মার্চ প্রকাশিত জাতিসংঘের নথিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে কোভিড-১৯ ভাইরাস কিংবা অন্যান্য রোগে আক্রান্ত মারাত্মকভাবে অসুস্থ রোগীরা চিকিৎসা পাবে না। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "মহামারীর প্রথম দিকেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ন্যুব্জ হয়ে পড়বে।" জাতিসংঘের এই আন্তঃসংস্থা নথিতে উল্লেখ করা হযেছে যে, শুধুমাত্র "লকডাউন" করে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ খুব বেশি কমানো যাবে না। ভাইরাসের অবদমনই এর সংক্রমণ হার পর্যাপ্তভাবে কমিয়ে মহামারীর প্রকোপকে ভোঁতা করে দিতে পারে।[৪৪]

৩৬.কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই অবাধ তথ্যপ্রবাহ রোধে সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত হেনেছে। এই সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে সরকার ব্যাপক নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সরকারের সমালোচনা করায় এবং উক্ত বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি করার কারণে চিকিৎসক, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দিয়ে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৮ মার্চ করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব নিয়ে গুজব ছড়ানো এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেয়ার অভিযোগে পুলিশ ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছয়জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশের দাবি গ্রেফতারকৃতরা "বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্যযুক্ত" লিফলেট বিতরণ করছিল এবং তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ লিফলেট উদ্ধার করা হয়েছে।[৪৫]

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

৩৭.এই সময়কালে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংকুচিত করা অব্যাহত ছিল। বিএনপি ছাড়াও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের মিছিল সমাবেশে সরকার বাধা দিয়েছে এবং হামলা করেছে। এমনকি

[৪২] নিউ এজ, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.newagebd.net/article/103590/

[৪৩] প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1648533

[৪৪] সাউথ এশিয়া মনিটর, ৩০ মার্চ ২০২০; https://south-asian-monitor.com/bn/reports/two-million-could-die-in-bangladesh-from-coronavirus-warns-un?fbclid=IwAR0uP4tgMc6Aa5H39u0WOLLP2JFTNqoxY7eSq71Ojx69YDRDAU1Cg3Vi53I

[৪৫] ডেইলি স্টার, ২৯ মার্চ ২০২০; https://www.thedailystar.net/spreading-coronavirus-rumours-6-people-arrested-in-dhaka-1887274?amp

ঘরোয়া বৈঠক থেকে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের আটক করে তথাকথিত নাশকতা করার পরিকল্পনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিকদলের পোস্টার লাগাতে বাধা দিয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা।

৩৮.১ জানুয়ারি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুলিশ বাধা দিয়েছে, লাঠিচার্জ করেছে এবং গ্রেফতার করেছে। ঝিনাইদহে পুলিশ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এডভোকেট এম এ মজিদের বাসভবনে জোর করে প্রবেশ করে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং ভাংচুর চালায়। দিনাজপুরে ছাত্রদলের মিছিলে ধাওয়া করে পুলিশ ৪ জনকে আটক করে।[৪৬] কিশোরগঞ্জে ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ১৪ জনকে আটক করে।[৪৭]

৩৯.গত ২৩ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বেগুনবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপির ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল স্থানীয় পুলিশের অনুমতি নিয়ে দানারহাট ঈদগাহ মাঠে আয়োজন করা হয়। কিন্তু একই সময়ে সেখানে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভা আয়োজনের ঘোষণা দিলে উপজেলা প্রশাসন সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। এরপর বিএনপির নেতৃবৃন্দ সেই জায়গা থেকে দুই কিলোমিটার দূরে শালেরহাটে কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুতি নিলে সেখানে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বাধা দেয়।[৪৮]

৪০.গত ৩১ জানুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারের ডেন্ডবরের নতুন এলাকায় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা একটি ঘরোয়া বৈঠক করার সময় আশুলিয়া থানা পুলিশ ৭ জনকে আটক করে। পুলিশের অভিযোগ আটককৃতরা নাশকতা করার পরিকল্পনা করছিলেন।[৪৯]

ক্ষমতাসীনদলের সহিংসতা

৪১.গত তিনমাসে সারাদেশে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, অপহরণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে মারধর, শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর নৃশংসতা ও নারীর ওপর সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণেও এই সময়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এই ধরনের ঘটনায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি।

৪২.চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত ও ৪৮৭ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৪৮টি ও বিএনপি'র ১ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৭ জন নিহত ও ৩৮৪ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২০ জন হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪৩.গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরীনকে মারধর ও লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।[৫০]

৪৪.গত ২১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের গেস্টরুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুকিমল হক চৌধুরী, সানোয়ার হোসেন, মিনহাজ উদ্দিন এবং আফসার উদ্দিনকে ছাত্র শিবিরের কর্মী সন্দেহে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির হামজাসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা হাতুড়ি, লোহার রড, ক্রিকেট স্ট্যাপ ও লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করে। এই সময়ে আবাসিক শিক্ষক গেস্টরুমে উপস্থিত থাকলেও তিনি নিরব থাকেন। পরে আহত শিক্ষার্থীদের হল প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল টিম ও পুলিশের মাধ্যমে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করে।

[৪৬] মানবজমিন, ২ জানুয়ারি ২০২০

[৪৭] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০২০

[৪৮] যুগান্তর, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/270565/

[৪৯] যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/273772/

[৫০] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/264735

কিন্তু শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। পরে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ডেকে তাঁদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে শিক্ষার্থীদের থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।[৫১]

৪৫.নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের ইজারকান্দি গ্রামে আট বছর আগে খুন হন রব মিয়া। এই ঘটনায় মামলা করেন নিহতের ছেলে মাঈন উদ্দিন। ১৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ওই মামলার এক আসামীকে গ্রেফতার করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে একদল নেতা-কর্মী মামলার বাদী মাঈন উদ্দিনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে পরিবারের লোকজনকে কুপিয়ে জখম করে। এই সময় মাঈন উদ্দিনের ছোট ভাই কলেজ ছাত্র মোহাম্মদ রনিকে কুপিয়ে তাঁর হাতের কব্জি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে।[৫২]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৪৬.অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা তৈরি হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বেড়েছে সামাজিক অস্থিরতা।

৪৭.২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১২ জন নিহত হয়েছেন

মৃত্যুদণ্ড

৪৮.বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে। *অধিকার* এর তথ্য মতে গত ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ৭৯ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৪৯. আওয়ামীলীগ সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ফলে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকার তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা

৫০.২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনগুলো প্রহসনমূলক হওয়ায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এই ধরনের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে জাতীয় সংসদের বেশ কয়েকটি উপ-নির্বাচন ও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনগুলোতে অধিকাংশ ভোটার ভোটদানে বিরত থাকলেও ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে জয়লাভ করেছে।[৫৩] নির্বাচন চলাকালে বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্রগুলোই ছিল ভোটার শূন্য। ভোটারদের ভোটদানে এত অনীহা অতীতে বাংলাদেশে আর কখনও

[৫১] নয়াদিগন্ত, ২৩ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/474511
[৫২] মানবজমিন, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://mzamin.com/article.php?mzamin=213853
[৫৩] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653

দেখা যায় নাই। নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীরা বেপরোয়াভাবে আচরণবিধি লংঘন করলেও নির্বাচন কমিশন ছিল নির্বিকার।[৫৪]

৫১. গত ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের আচরণবিধি, অনিয়ম বা প্রার্থীদের অভিযোগ সম্পর্কে নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের ৩টি সভায় কোন আলোচনা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরে কোনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দুই রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে চেয়ে এবং এইসব অভিযোগের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা তাঁর কাছে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই নির্দেশ উপেক্ষিত হয়েছে। কোনো তথ্যই তাঁকে সরবরাহ করা হয়নি।[৫৫]

গোপন ভোটকক্ষে ভোটারের পেছনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। ইভিএমে 'নির্দিষ্ট' প্রার্থীর প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। রাজধানীর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ কেন্দ্রে। ছবিঃ প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

কামরাঙ্গীরচর এলাকার আশ্রাফাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের গোপন কক্ষে ভোটারের সঙ্গে ঢুকে পড়েন আরেকজন। ২. ছবি তুলছে, পেছন থেকে কেউ একজন বলার পর ঘুরে তাকান তিনি। ৩. এরপরই কালো কাপড় দিয়ে তৈরি গোপন কক্ষে মাথা নিচু করে ফেলেন তিনি। ছবিঃ প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন ও ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন

৫২. ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের একতরফা নিয়ন্ত্রণ, ভোটকেন্দ্র দখল ও বিরোধীদলের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য ইভিএম ব্যবহার

[৫৪] যুগান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/268526
[৫৫] ইত্তেফাক, ২৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.ittefaq.com.bd/national/125664

করার কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং প্রভাব খাটিয়ে বিজয়ী হয়েছে। এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

৫৩. ১৩ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচনে (সরকারের অন্যতম শরিক দল জাসদ নেতা মইন উদ্দিন খান বাদলের মৃত্যুতে এই উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়) ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলো দখল ও নিয়ন্ত্রণ করে।[৫৬] এই নির্বাচনে কেন্দ্রের বাইরে হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে ভীতি প্রদর্শন, বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে না দেয়া বা বের করে দেয়াসহ নানা অনিয়মের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী হয়।[৫৭] বিএনপি প্রার্থী আবু সুফিয়ান অভিযোগ করেন যে, মাত্র ৫ শতাংশ ভোট পড়লেও নির্বাচন কমিশন বলছে ২২ দশমিক ৯৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।[৫৮]

ভোটারশূন্য চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এখলাসুর রহমান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গল্পরত পুলিশ। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

৫৪. একই কায়দায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের দিন প্রায় সব কেন্দ্র থেকে বিরোধীদল বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে ভোটকক্ষ, কেন্দ্রের ভেতরে এবং কেন্দ্রের বাইরে আশেপাশের এলাকায় নৌকার ব্যাজধারী ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা একতরফাভাবে নিয়ন্ত্রণ নেয়।[৫৯] দক্ষিণের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনেক্স ভবন কেন্দ্র থেকে বিএনপি মনোনীত মেয়র ও কাউন্সিলার প্রার্থীর এজেন্টদেরকে পিটিয়ে বের করে দেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।[৬০] উত্তরের বিএনপি'র মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়াল গুলশানের কালাচাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে গেলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁকে কেন্দ্রে ঢুকতে দেননি।[৬১] ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা অধিকাংশ ভোটারদের তাঁদের প্রতীক নৌকায় ভোট দিতে বাধ্য করে অথবা ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে ভোটারদের ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে তারা নিজেরাই ভোট দেয়।[৬২] এই সময় পুলিশ সদস্যদের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মত।[৬৩] পুলিশ ছাড়াও কেন্দ্রগুলোতে আনসার সদস্যরা মোতায়েন ছিল। এদেরমধ্যে কিছু সংখ্যক ট্রেনিংপ্রাপ্ত

---

[৫৬] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653
[৫৭] নয়াদিগন্ত, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/472056
[৫৮] যুগান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/266676
[৫৯] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653
[৬০] প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637556
[৬১] নয়াদিগন্ত, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/477168
[৬২] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211143
[৬৩] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আনসার সদস্যকে ভোটের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এই অস্থায়ী সদস্যরা সবাই আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের সুপারিশে নিয়োগ পায়।[৬৪] ঢাকা উত্তরের খালেদ হায়দার উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে যুব মহিলা লীগের কর্মীরা পাহারা বসিয়ে চিৎকার করে বলছিল, "উন্নয়নের স্বার্থে নৌকায় ভোট দিতে হবে। ধানের শীষে ভোট দিতে চাইলে আসার দরকার নাই"।[৬৫] মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে সকাল ৮টায় কিছু ভোটার জড়ো হলে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের হুমকি দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করে।[৬৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল ভোট কেন্দ্রে ধানের শীষে ভোট দেয়ার কারণে এক ব্যক্তিকে মারধর করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।[৬৭] নারিন্দা মহিলা সমিতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ১১টায় পুরুষদের জন্য নির্ধারিত বুথের দরজা বন্ধ করে ভেতরে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা অবস্থান নেয়। ভোটাররা অভিযোগ করেন যে,তাদের নির্দেশ মত প্রকাশ্যে ভোট দিতে হয়েছে। এই কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার হুমায়ুন কবির বলেন, তিনি নিরুপায়। কিছুই করতে পারছেন না। নাজনিন স্কুল এন্ড কলেজের ভোট কেন্দ্রে ধানের শীষে ভোট দেয়ায় ভোটারকে কেন্দ্র থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে এসে তাঁর প্রতিবন্ধী সন্তানসহ তাঁকে বেদম মারধর করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।[৬৮] এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো হয় এবং কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। মোহাম্মদপুরের জাফরাবাদে কেন্দ্রের বাইরে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়ার ছবি তুললে আগামী ডটকমের সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সুমনের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়।[৬৯] গেন্ডারিয়ার ফরিদাবাদ মাদ্রাসা কেন্দ্রে বিজনেজ স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার রির্পোটার নুরুল আমিন ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদক মাহবুব মমতাজীকে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।[৭০] নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে ব্যর্থ হলেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিরোধীদলের এজেন্টদের বিরুদ্ধে উষ্কানীমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। নির্বাচনের দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নূরুল হুদা বলেন, ভোটকেন্দ্রে বিভিন্ন প্রার্থীর এজেন্টদের টিকে থাকার সামর্থ্য থাকতে হবে।[৭১]

৫৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সরকারের অনুগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন

৫৬. দেশে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। উন্নয়নের নামে লুটপাট, অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, বিদেশে টাকা পাচার এবং শেয়ারবাজার কারসাজির অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। ব্যাপক দুর্নীতি করে অর্থ আত্মসাতের কারণে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই) এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রতি বছর

[৬৪] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653
[৬৫] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211191
[৬৬] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211141
[৬৭] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637653
[৬৮] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211158
[৬৯] নয়াদিগন্ত, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/477168
[৭০] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.bd-pratidin.com/rajdhanite-vote/2020/02/01/497748
[৭১] প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637497

গড়ে প্রায় ৬৪ হাজার কোটি টাকা করে গত সাত বছরে বাংলাদেশ থেকে ৫ হাজার ২৭০ কোটি ডলার সমমূল্যের প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।[৭২]

৫৭. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান[৭৩] হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাজ করার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীনদলের চাপে দুদক একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলেও এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনুসন্ধান ও মামলা দায়েরসহ আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বিরোধীদের ওপর খড়গহস্ত দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের বেলায় নমনীয়। সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

৫৮. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। এরপর ২০১৪ এবং ২০১৮ তে দুইটি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা নেয়ার পর বিচার বিভাগের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ২০১৭ সালে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে। বিধিমালায় বলা হয়েছে, অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। মূলতঃ সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণ রেখেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে।

৫৯. সরকারের সম্পত্তি দখলের অভিযোগে পিরোজপুর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম এ আউয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০১৯ সালে তিনটি মামলা দায়ের করেন। এরমধ্যে একটি মামলায় আউয়ালের সাথে তাঁর স্ত্রী জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী লায়লা পারভীনকেও আসামী করা হয়। এই মামলায় আউয়াল ও তাঁর স্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ৮ সপ্তাহের অর্ন্তবর্তীকালিন জামিন পান। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে গত ৩ মার্চ তাঁরা পিরোজপুর জেলা ও দায়রা জজ আবদুল মান্নানের আদালতে হাজির হয়ে জামিন চান। শুনানীর পর আদালত জামিন নামঞ্জুর করে উভয়কে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন। এই আদেশের পর আইন মন্ত্রণালয় জেলা ও দায়রা জজ আবদুল মান্নানকে ঢাকায় বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে (ওএসডি) সংযুক্তির আদেশ দেন। বিকেলেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ নাহিদ নাসরিন। তিনি আউয়াল ও তাঁর স্ত্রীকে জামিন দেন।[৭৪] গত ৪ মার্চ একেএমএ আউয়াল জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, তাঁর এলাকার সংসদ সদস্য মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম জেলা ও দায়রা জজকে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে জামিন দিতে নিষেধ করেন। গত ৪ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি তরিকুল হাকিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বিচারক আব্দুল মান্নানকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্তি করার আদেশ কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে স্বতপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেছেন।[৭৫]

---

[৭২] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/editorial/285382

[৭৩] দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

[৭৪] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1642925

[৭৫] প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০২০

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিবর্তনমূলক আইন ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮

৬০. ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসে ব্যাপকভাবে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে। সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা নেতা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সমালোচনামূলক তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রয়োগ করে সাংবাদিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী, ভিন্নমতাবলম্বী এমনকি সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা এই মামলা দায়ের করেছে বলে জানা গেছে। এছাড়া বাউল শিল্পীর বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫[৭৬] ও ৩১[৭৭] ধারা কেন অসাংবিধানিক হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ। সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ ৯ ব্যক্তি এই রিট আবেদনটি করেন।[৭৮] উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ ২০২০ সরকার এই আইনকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে এই আইনের বিধিমালা জারি করেছে।[৭৯]

৬১. জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৬২. গত ৫ জানুয়ারি দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এম জি কিবরিয়া চৌধুরীকে ঢাকার পল্টনে অবস্থিত পত্রিকার কার্যালয় থেকে নোয়াখালী সোনাইমুড়ি থানা পুলিশের এসআই রেজাউল হক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে। ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর জাতীয় অর্থনীতির অনলাইন সংস্করণ ও ফেসবুক পেজে তমা গ্রুপের মালিক এবং নোয়খালী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিককে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিক ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর দৈনিক জাতীয় অর্থনীতি পত্রিকার চেয়ারম্যান মনিরুন্নেসা নিনু এবং সম্পাদক ও প্রকাশক এম জি কিবরিয়া চৌধুরীকে আসামী করে নোয়াখালী সোনাইমুড়ি থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৫(২)/২৯(১) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন।[৮০]

৬৩. মুসলমানদের 'ধর্মীয় অনুভূতিতে' আঘাত করার অভিযোগে শরিয়ত বয়াতী নামে এক বাউলের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইল জেলা মির্জাপুর উপজেলার আগধল্যা গ্রামের জামে মসজিদের ইমাম ফরিদুল ইসলাম গত ৯ জানুয়ারি মির্জাপুর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। গত ১১ জানুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার বাশিল এলাকা থেকে শরিয়ত বয়াতীকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং তাঁকে তিন দিনের রিমান্ডে নেয়।[৮১]

৬৪. ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে নিয়ে ফেসবুকে 'ব্যঙ্গাত্মক' পোস্ট দেয়ার অভিযোগে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার একটি ফার্মেসীর মালিক এমদাদুল হকের বিরুদ্ধে মুক্তাগাছা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল হোসেন মুক্তাগাছা থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করলে পুলিশ গত ৩ মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করে।[৮২]

৬৫. গত ২ মার্চ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকা 'পাপিয়ার মুখে আমলা-এমপি ব্যবসায়ীসহ ৩০ জনের নাম' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। এই সংবাদে মাগুরা-১ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন অভিযোগ এনে মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক

[৭৬] এই ধারায় বলা আছে , কেউ যদি'ভীতিকর','অসত্য' অথবা 'বিরক্তিকর','আক্রমণাত্মক' তথ্য প্রকাশ করাকে অপরাধ হেসেবে গণ্য হবে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261/section-47483.html

[৭৭] এই ধারায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, ইত্যাদির অপরাধ ও দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261/section-47489.html

[৭৮] যুগান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/282051

[৭৯] ডিজিটাল নিরাপত্তা বিধিমালা গেজেট প্রকাশের তারিখ ৮ মার্চ ২০২০

[৮০] প্রথম আলো, ৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1633023/

[৮১] বাংলা ট্রিবিউন, ১২ জানুয়ারি ২০২০; https://www.banglatribune.com/country/news/603515

[৮২] প্রথম আলো, ৬ মার্চ ২০২০

মতিউর রহমান চৌধুরী ও প্রতিবেদক আল-আমিন এবং ৩২ জন যাঁরা সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই সংবাদটি শেয়ার করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে গত ৯ মার্চ ঢাকার শেরেবংলা নগর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন সাইফুজ্জামান শিখর।[৮৩] এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ফটো সাংবাদিক ও পক্ষকাল ম্যাগাজিনের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল গত ১০ মার্চ তাঁর বাড়ি থেকে বের হবার পর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা গত ১৩ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলন করে জানান।[৮৪]

৬৬. সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফেসবুকে 'আপত্তিকর' ছবি পোস্ট করা ও 'বিরূপ' মন্তব্য করার অভিযোগে ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার ছাত্রদল নেতা মুনসুর হেলালকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দৌলতখান থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করে।[৮৫]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৬৭. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংবাদ মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে এবং বর্তমানে তা ব্যাপক রূপ নিয়েছে। সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার বাধাগ্রস্ত করছে। এছাড়া সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করার জেরে প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদককে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও কারাদণ্ড দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৬৮. ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১২ জন সাংবাদিক আহত, ৯ জন লাঞ্ছিত, ২ জন আক্রমণের শিকার, ৩ জন হুমকির সম্মুখীন, ১ জন গ্রেফতার ও ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৬৯. ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র নাইমুল আবরারের অবেহেলা জনিত মৃত্যুর অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গত ১৬ জানুয়ারি প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমানসহ ১০ জনের নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ কায়সারুল ইসলাম। গত ২০ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মতিউর রহমানকে চার সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়ে নিম্ন আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেন।[৮৬] উল্লেখ্য, ১ নভেম্বর ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে প্রথম আলো পরিচালিত কিশোর আলোর অনুষ্ঠান চলাকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্র নাইমুল আবরার মারা যান। এই ঘটনায় আবরারের বাবা মজিবুর রহমান পুলিশের কাছে অপমৃত্যুর অভিযোগ করেন এবং 'কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই' এই মর্মে লিখিত দিয়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ নিয়ে যান। কিন্তু ৬ নভেম্বর আবরারের বাবা ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে আবরারের মৃত্যুর ঘটনায় প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান এবং অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন।[৮৭] ৯ নভেম্বর ২০১৯ আবরার মৃত্যুর ঘটনায় দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে ঢাকার শাহবাগে এবং কাওরান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ের সামনে ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।[৮৮]

৭০. গত ২১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক দেশকাল পত্রিকায় 'সাটুরিয়ায় রাজাকারের সন্তান আত্মীয়দের আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ নিয়ে তোরপাড়' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের

---

[৮৩] প্রথম আলো, ১১ মার্চ ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1644309

[৮৪] নয়াদিগন্ত, ১৪ মার্চ ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/city/487932

[৮৫] বংলা ট্রিবিউন, ১৩ মার্চ ২০২০; https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/03/13/21108/বঙ্গবন্ধু-ও-প্রধানমন্ত্রীকে-নিয়ে-ফেসবুকে-বিরূপ-মন্তব্য,-ছাত্রদল-নেতা-গ্রেপ্তার

[৮৬] প্রথম আলো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1641445

[৮৭] প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1622983

[৮৮] প্রথম আলো, ৯ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1623543

চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের নাম উল্লেখ থাকায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। এর জের ধরে গত ২ মার্চ সাটুরিয়ার ধুল্যা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে রাজ আহম্মেদসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত দেশকাল পত্রিকার সাটুরিয়া উপজেলা প্রতিনিধি আবু বকরের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে মারধর করে। রডের আঘাতে তিনি মারাত্মক আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৮৯]

৭১. গত ১৩ মার্চ গভীর রাতে কুড়িগ্রামে অনলাইন গণমাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনের জেলা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলামকে তাঁর বাড়ির দরজা ভেঙ্গে তুলে নিয়ে নির্যাতন করে তাঁকে মাদক রাখার অভিযোগে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাজিম উদ্দিন ও সহকারী কমিশনার রিন্টু চাকমার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত।[৯০] গত ১৫ মার্চ কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সুজাউদ্দৌলা আরিফুল ইসলামকে জামিন দেন। জামিনে মুক্ত হওয়ার পর আরিফুল ইসলামকে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক আবু মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম বলেন, আরিফুলের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরিফুল জানান, নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে একদল লোক দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে এবং নাজিম উদ্দিন তাঁর মাথায় কিল-ঘুষি মারতে থাকে। এরপর টেনেহিঁচড়ে তাঁকে গাড়িতে তুলে তাঁর চোখ-হাত-পা বেঁধে ফেলেএবং অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে তাঁকে এনকাউন্টার দিতে চায়। এই সময় তাঁকে বারবার বলে আজ তোর জীবন শেষ। তুই কলেমা পড়ে ফেল, তোকে এনকাউন্টারে দেয়া হবে। এরপর তাঁকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের একটি কক্ষে নিয়ে বিবস্ত্র করে অমানুষিক নির্যাতনসহ তাঁর ভিডিও ধারণ করা হয়।[৯১] আরিফুল ইসলামের স্ত্রী মোস্তারিমা সরদার জানান, আটকের পরদিন সকালে তাঁদের জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে ডাকা হয়। পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি সেখানে গেলে জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার নাজিম উদ্দিন তাঁদের এই বলে হুমকি দেয় যে ‘পানিতে থেকে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করবেন না’। অভিযোগ আছে কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন কিছুদিন আগে একটি পুকুর সংস্কার করে নিজের নামে নামকরণ করেন। এই নিয়ে আরিফুল রিপোর্ট করেন। এছাড়া জেলায় বিভিন্ন নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে তিনি জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেন। এতে জেলা প্রশাসকসহ অনেকে তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হন।[৯২]

আরিফুল ইসলাম। ছবিঃ মানবজমিন, ১৬ মার্চ ২০২০

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭২. জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনাও মারাত্মকভাবে বেড়েছে। ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

---

[৮৯] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০

[৯০] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০২০

[৯১] মানবজমিন, ১৬ মার্চ ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=217711

[৯২] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০২০

ধর্ষণ

৭৩.ধর্ষণের শিকার নারীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিতে বাধা প্রদান, ধর্ষণ মামলায় সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখানো বা তাঁদের ওপর অভিযুক্তদের হামলা এবং ধর্ষণের ঘটনাগুলোকে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা সালিশ করে মিটমাট করে দিয়ে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ আছে যে, এর মধ্যে অনেক ঘটনায় পুলিশ জড়িত ছিল অথবা কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ৯৫টি ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে প্রায় এক লক্ষ ৬৬ হাজার মামলা বিচারাধীন আছে। এরমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার মামলার বিচার কাজ চলছে পাঁচ বছরের বেশী সময় ধরে। এছাড়া বেশকিছু মামলায় ট্রাইব্যুনালের স্টাফদের সঙ্গে যোগসাজশে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা আদালতে সাক্ষী হাজির হতে দেন না। ফলে বাদীপক্ষের লোকজন জানতেই পারে না যে কবে মামলার সাক্ষী হবে। আবার অনেক বাদীপক্ষের আইনজীবী অভিযুক্তদের আইনজীবীদের সঙ্গে গোপন আঁতাত গড়ে তোলেন।[৯৩] ফলে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমরা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ।

৭৪.গত তিন মাসে ২৮০ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮৪ জন নারী, ১৯৫ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৮৪ জন নারীর মধ্যে ২৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ১৯৫ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৫০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, ৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৩০ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৫.২০১৮ সালে ৩০ ডিসেম্বের রাতে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে গণধর্ষণের শিকার এক নারীর দেবর একরাম গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ নোয়াখালী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একরাম নগর এলাকার ছায়েদুল হকসহ কয়েকজন তাঁকে লাঠিসোটা দিয়ে পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে।[৯৪]

৭৬.২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পাবনা জেলা সদরে এক কিশোরী ধর্ষণের শিকার হন। এই ঘটনায় কিশোরীর বাবা বাদী হয়ে মালিগাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা শরিফুল ইসলামসহ ৮ জনকে অভিযুক্ত করে পাবনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) খাইরুল ইসলাম ১৭ জানুয়ারি আবদুল আলিম নামে এক ব্যক্তিসহ চারজনকে একটি চায়ের দোকানে ডেকে নিয়ে গিয়ে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা চায়ের দোকান থেকে বের হয়ে আসলে স্থানীয় কিছু যুবক রড ও হাতুড়ি নিয়ে পরিদর্শক খাইরুল ইসলামের সামনে আলিমের ওপর হামলা চালালে খাইরুল ইসলাম সাক্ষী আলিমকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই না করে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করেন। দুর্বৃত্তদের হামলায় আলিম মারাত্মক আহত হলে তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৯৫]

৭৭.গত ৯ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের তারাব পৌরসভার ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গন্ধর্বপুর বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে একটি মাইক্রোবাসে জোর করে তুলে নিয়ে দুই দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করে। পুলিশ ১২ জানুয়ারি আবু সুফিয়ানসহ তিন জনকে গ্রেফতার করে।[৯৬]

যৌন হয়রানি

৭৮.যৌন হয়রানির ব্যাপকতা ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেও ব্যাপকভাবে অব্যাহত ছিল। এই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে নারীদের ওপর যৌন হয়রানীর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

---

[৯৩] যুগান্তর, ১৪ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/288780

[৯৪] মানবজমিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=213512

[৯৫] যুগান্তর, ২২ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/269777

[৯৬] নয়াদিগন্ত, ১৫ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/472292

৭৯.জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৬ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ১ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত এবং ২৯ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৮০.রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় এক স্কুলছাত্রীকে দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিল হোসাইন আহমেদ ও রায়ঘাটা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহিনুল আলম মিঠু ও তার সহযোগীরা। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ওই স্কুলছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে অশালীন কথা বলে অভিযুক্তরা। ছাত্রীটি এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে প্রকাশ্যে শারীরিকভাবে হেনস্তা করে হোসাইন আহমেদ ও শাহিনুল আলমসহ কয়েকজন। এই ঘটনায় মামলা হলে ঐদিন সন্ধ্যায় পুলিশ শাহিনুল আলমসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করে।[৯৭]

যৌতুক সহিংসতা

৮১.যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল এই তিন মাসে। যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, শ্বাসরোধ ও কুপিয়ে হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। হত্যা ও সহিংসতার শিকার অনেক নারীই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এমনকি বাল্য বিবাহের শিকার হওয়া কিশোরীরাও যৌতুকের কারণে হত্যার শিকার হয়েছেন এবং অনেক নারী আত্মহত্যা করেছেন। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও যৌতুক দেয়া-নেয়ার প্রচলন সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজমান রয়েছে এবং আইনের শাসনের অভাবে অধিকাংশ ভুক্তিভোগীরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

৮২.গত তিন মাসে মোট ৩৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বাল্যবিবাহের শিকার ১ জন শিশু সহ ১৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ১৮ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৮৩.গত ৩ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জে ৫ লক্ষ টাকা যৌতুক না দিতে পারার কারণে আশামণি (১৮) নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী তৌহিদ ও তার পরিবারের সদস্যরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯৮]

৮৪.গত ১ ফেব্রুয়ারি ভোররাতে ঢাকার মুগদা এলাকায় রিনা ফুল পারভিন নামে এক গৃহবধূ তাঁর স্বামী ইমন হোসেনের দাবিকৃত যৌতুকের ৩ লক্ষ টাকা দিতে না পাড়ায় ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন।[৯৯]

এসিড সহিংসতা

৮৫.চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ৪ জন মহিলা এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৮৬.গত ১ মার্চ দিনাজপুর জেলা শহরে বাণিজ্য মেলা থেকে ফেরার পথে গৃহবধু রিয়া খাতুন ও তাঁর মা বেবী বেগমের ওপর রিয়ার স্বামী তানভিরুল ইসলাম রাহুলের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা এসিড ছুঁড়ে মারে। যৌতুকের দাবীকৃত টাকা না দেয়ায় রাহুল তাঁর স্ত্রী ও শ্বাশুড়ীর ওপর এসিড ছুঁড়েছে বলে জানা গেছে।[১০০]

শ্রমিকদের অধিকার

৮৭.চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন শ্রমিক নিহত হন।

---

[৯৭] যুগান্তর, ১৭ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/country-news/268068

[৯৮] যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/263382

[৯৯] প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1637930

[১০০] যুগান্তর, ৩ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/284711

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৮৮. শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং নারী শ্রমিকরা কারখানায় বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া শ্রম আইন লংঘন করে শ্রমিকদের দিনে ১০ ঘন্টার বেশি কাজ করাচ্ছে অধিকংশ তৈরি পোশাক কারখানা। কোনো কোনো কারখানায় দিনে ১৩ ঘন্টার বেশীও কাজ করানো হয়। মজুরি কম হওয়ার কারণে বাড়তি আয়ের জন্য এটাকে ইতিবাচক মনে করেন ৪৬.৯৫ শতাংশ শ্রমিক। বাড়তি টাকা দেয়া হলেও ৫৩.৫ শতাংশ শ্রমিক এই বিষয়টি নেতিবাচক মনে করছেন। কারণ দিনের বড় একটা সময় কারখানায় কাজ করার কারণে তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে ফেলছেন।[১০১]

৮৯. জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় ১০ জন শ্রমিক বকেয়া বেতনের দাবিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এবং ৪ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন।

৯০. গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারে সার্ক নিটওয়্যার লিমিটিডে নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বেতন না দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে নোটিশ দেখে তাঁদের বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এই সময় পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের লাঠিচার্জে ১০ জন শ্রমিক আহত হন।[১০২]

৯১. গত ২২ মার্চ বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকার মালিবাগ ডিআইটি রোডে বিক্ষোভ করেন তৈরি পোশাক শ্রমিকরা। ড্রাগন সোয়েটার কারখানার বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শতাধিক পোশাক শ্রমিক। জানা যায়, পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ড্রাগন সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা আন্দোলনে নামেন। তাঁরা এই সময় রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে আন্দোলনরত শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেন।[১০৩]

বকেয়া বেতেনরে দাবিতে মালবিাগ চৌধুরীপাড়ায় গার্মেন্টকর্মীদরে রাস্তা অবরোধ। ছবিঃ নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০২০

---

[১০১] প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০২০; https://www.prothomalo.com/economy/article/1637871

[১০২] যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/279271

[১০৩] নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/490437

অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) শ্রমিক

৯২. গত জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে অনানুষ্ঠিক খাতের ১৮ জন শ্রমিক কাজের সময় মারা গিয়েছেন এবং ২৯ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৯৩. গত ২৬ জানুয়ারি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় ভজনপুরে পাথর শ্রমিকরা ভূগর্ভস্থ পাথর উত্তোলনের দাবিতে তেঁতুলিয়া-ঢাকা জাতীয় মহাসড়ক অবরোধ করেন। এই সময় পুলিশের সঙ্গে পাথর শ্রমিকদের সংঘর্ষ বাঁধলে জুমার উদ্দিন নামে এক শ্রমিক নিহত হন।[১০৪]

৯৪. গত ২৫ মার্চ দিনাজপুর জেলার বিরলে আওয়ামী লীগ নেতার মালিকানাধীন রূপালী বাংলা জুট মিলে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে এক পান দোকানদার নিহত ও তিন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়া পুলিশের লাঠিচার্জে কমপক্ষে আরো ১৫ শ্রমিক আহত হয়েছেন। নিহত পান দোকানদারের নাম সুরত আলী (৪০)। তিনি বিরল পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হুসনা গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মিলের মালিক বিরল উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ করোনার কারণে মিল বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু শ্রমিকদের বেশ কিছু বেতন বকেয়া থাকলেও সে ব্যাপারে কিছু বলেননি। তাদের তিন সপ্তাহের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা মিলের আশপাশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অপরদিকে, জুট মিলে শ্রমিক সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনায় বিরল থানার উপ-পুলিশ পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কাদের বাদী হয়ে ১১০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন।[১০৫]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৯৫. ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উপসনালয়ে হামলা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ে ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। অতীতের ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়ায় এবং ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না।[১০৬]

৯৬. গত ১৫ জানুয়ারি আহমেদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ একটি বিবৃতিতে জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কান্দিপাড়া এলাকায় একটি স্বার্থান্বেষী মহল 'কাদিয়ানীরা মাদ্রাসা ছাত্রদের মারপিট করেছে' বলে একটি গুজব ছড়ালে গত ১৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় স্থানীয় জনগণ হামলা চালিয়ে আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ এর জানালা এবং মসজিদের সামনে পার্ক করা আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের একটি মাইক্রোবাস ভাংচুর করে।[১০৭]

৯৭. গত ২ মার্চ গভীর রাতে ঢাকা জেলার ধামরাইয়ের সোয়াপুর গ্রামের কৃষ্ণমন্দিরে দুর্বৃত্তরা মূল ফটক ও মন্দিরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে প্রতিমার গায়ে জড়ানো রুপার গয়না ও বাঁশিসহ পূজার সরঞ্জাম লুটে নিয়ে যায়। এই সময় দুর্বৃত্তরা কৃষ্ণমূর্তি ভাংচুর করে বাইরে ফেলে যায়।[১০৮]

---

[১০৪] যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/271734

[১০৫] ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০২০; https://www.thedailystar.net/backpage/news/protest-over-arrears-one-killed-jute-workers-clash-cops-dinajpur-1886530

[১০৬] মানবজমিন, ৩ জানুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=206639

[১০৭] নিউ এজ, ১৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.newagebd.net/article/96747

[১০৮] প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০২০; বিডি জার্নাল, ৪ মার্চ ২০২০; https://www.bd-journal.com/bangladesh/110141

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৯৮. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতন নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। ২০২০ সালের প্রথম তিনমাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে সংঘটিত এই ধরনের কর্মকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময়ে বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে নিজ জমিতে কৃষি কাজের সময় কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে এবং নদীতে মাছ ধরার সময় বাংলাদেশী জেলেদের ধরে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর বিএসএফের একের পর এক নৃশংস হামলার পরও বাংলাদেশের সরকার এই ব্যাপারে কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেয়নি এবং জোরালো কোন প্রতিবাদ করেনি। বরং সরকারের মন্ত্রীরা বিএসএফের হত্যা, নির্যাতনকে ন্যায্যতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

৯৯. উল্লেখ্য, দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা।[১০৯] কিন্তু ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওই সমঝোতা স্বারক এবং আর্ন্তজাতিক আইন লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে।[১১০]

১০০. জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ১৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১১ জন গুলিতে, ৩ জন নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ২ জন বাংলাদেশী বিএসএফের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মারা গিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে ৬ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪ জন গুলিতে ও ২ জন বিএসএফের ধাওয়া খেয়ে আহত হয়েছেন। এছাড়াও ৩ জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক একটি হত্যারও বিচার হয়নি।[১১১]

১০১. গত ২২ জানুয়ারি নওগাঁ জেলার পোরশা সীমান্তে বিএসএফএর সদস্যরা তিন বাংলাদেশী নাগরিক মফিজুল ইসলাম, কামাল হোসেন ও রঞ্জিত কুমারকে গুলি করে হত্যা করে।[১১২] গত ২৫ জানুয়ারি পোরশা এলাকার সংসদ সদস্য ও খাদ্যমন্ত্রী সাধান চন্দ্র মজুমদার রাজশাহীতে একটি অনুষ্ঠানে এই হত্যাকাণ্ড সর্ম্পকে বলেন, "এখানে দোষ বাংলাদেশী নাগরিকদেরই, সুতরাং সরকারের কিছুই করণীয় নেই। কেউ যদি জোর করে কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু আনতে যায় আর ভারতের মধ্যে গুলি খেয়ে মারা যায়, তার দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নেবে না"।[১১৩] গত ৮ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে সীমান্ত পিলার নম্বর ১৬/৬ এস সংলগ্ন এলাকা দিয়ে একদল বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী ভারতে যাওয়ার সময় বিএসএফ ৭৮ ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পের সদস্যরা গুলি ছুঁড়লে ঘটনাস্থলে সেলিম ও সুমন নামে দুই বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হন। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে সেলিমের বাবা মোহাম্মদ বুদ্ধুকে বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে।[১১৪]

---

[১০৯] নিউ এজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬; http://archive.newagebd.net/253126/bsf-kills-2-bangladeshis-borders/

[১১০] https://www.hrw.org/report/2010/12/09/trigger-happy/excessive-use-force-indian-troops-bangladesh-border

[১১১] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭; http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[১১২] যুগান্তর, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/270520

[১১৩] নয়াদিগন্ত, ২৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/475234

[১১৪] প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০২০

১০২. গত ৩১ জানুয়ারি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার খরচাকা সীমান্ত এলাকার পদ্মা নদীতে রাজন হোসেন, সোহেল রানা, কাবিল হোসেন, শাহীন আলী ও শফিকুল ইসলাম নামে পাঁচ বাংলাদেশী জেলে মাছ ধরতে গেলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করে। পরবর্তীতে বিএসএফ পাঁচ জেলেকে মুর্শিদাবাদ থানায় হস্তান্তর করে।[১১৫]

১০৩. গত ৪ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ছলিমের চর সীমান্তের বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে বাংলাদেশী চার কৃষক নিজ জমিতে সরিষা কাটছিলেন। এই সময় ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার ১৪১ বিএসএফ কমান্ড্যান্ট এবং অধীনস্থ মুরাদপুর ক্যাম্পের সদস্যরা কোন কারণ ছাড়াই তাঁদের ওপর গুলি ছোঁড়ে। এতে কৃষক সোলায়মান গুলিবিদ্ধ হলে বিএসএফ সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ৭ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোলায়মান মারা যান।[১১৬]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

১০৪. মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীরা ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর নতুন করে গণহত্যা ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী-চাষের জমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩৪টি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। নেদারল্যান্ডসের রাজধানী হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর কৌঁসুলি ফাতু বেনসুদা ২০১৯ সালের ৪ জুলাই মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তের অনুমতি চেয়ে আইসিসিতে আবেদন করেন। ১৪ নভেম্বর আইসিসি'র বিচারক ওলগা হেরেরা কারবুসিয়ার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের প্রাক শুনানী চেম্বার রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতায় মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য ফাতু বেনসুদাকে নির্দেশ দেন।[১১৭] অন্যদিকে জাতিসঙ্গের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর মামলা করে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া।[১১৮] গত ২৩ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাখাইনে থাকা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করতে মিয়ানমারকে চারটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয়। নির্দেশে মিয়ানমারকে বলা হয়েছে, দেশটিতে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা দিতে হবে; সেনাবাহিনী কিংবা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অন্য কোনো বাহিনী যেন রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা না চালায় তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশটিতে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কোনো প্রমাণ ধ্বংস করা যাবে না। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এরপর থেকে চূড়ান্ত রায় না দেয়া পর্যন্ত ছয় মাস অন্তর অন্তর একটি করে প্রতিবেদন দিতে হবে।[১১৯] আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের নির্দেশের মাত্র একদিন পর ২৪ জানুয়ারি মধ্যরাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রাখাইনে রোহিঙ্গাদের গ্রাম কিন তং এ গোলাবর্ষণ করে। এতে অন্তঃসত্ত্বা এক নারীসহ দুই জন রোহিঙ্গা নিহত এবং সাতজন আহত হন। গোলার আঘাতে দুটি বাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।[১২০]

১০৫. রোহিঙ্গাদের ওপর মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে কিনা, সেই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার তদন্ত গত ২৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছে। ঢাকায় আইসিসির কৌঁসুলির জ্যেষ্ঠ পরামর্শক ফাকিসো মোচোচোকো তদন্ত

---

[১১৫] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=211149&cat=9

[১১৬] মানবজমিন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=212526

[১১৭] প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1624379

[১১৮] নিউ এজ, ১২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.newagebd.net/article/90354 এবং নয়া দিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/455413

[১১৯] মানবজমিন, ২৪ জানুয়ারি ২০২০; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=209747

[১২০] প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/international/article/1636352

প্রক্রিয়ার নানা বিষয় তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলন করেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) তে বিচার হবে মিয়ানমারের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) তে বিচার হবে রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারের।[১২১] আইসিসি এবং আইসিজেতে তদন্ত চলাকালেও রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা অব্যাহত আছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাখাইনের বু তা লোন গ্রামে মিয়ানমার সেনাবাহিনী গোলাবর্ষণ করলে ১২ বছরের এক শিশুসহ ৫ জন রোহিঙ্গা নিহত হন।[১২২]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

১০৬. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে সরকার বিভিন্ন সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন এবং সরকার সমর্থকদের মালিকানাধীন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে। মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* এর ওপর ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তার কোন পরিবর্তন হয়নি ২০২০ সালেও। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের[১২৩] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো গত ছয় বছর ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারির মধ্যে রয়েছেন। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

---

[১২১] প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০

[১২২] যুগান্তর, ২ মার্চ ২০২০; https://www.jugantor.com/international/284467

[১২৩] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সুপারিশসমূহ

১. কোভিড-১৯ মহামারীর ভয়াবহতা মোকাবেলায় জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য সঠিক তথ্য দিতে হবে। সমাজে যাঁরা নিরপেক্ষভাবে রোগবিস্তার সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা করতে সক্ষম: ভাইরাস ও মহামারী বিশেষজ্ঞ এবং জনগণের কর্তব্য নির্ণয় করতে পারেন বলে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য - তাঁদের নিয়ে অবিলম্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন জরুরি। বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য এই কমিটির প্রতি সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন থাকতে হবে।

২. সরকারকে ধনী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার নীতি বাদ দিয়ে অবিলম্বে শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ এবং বিশেষভাবে অভাবগ্রস্ত ও কর্মহীন মানুষদের কাছে জরুরিভাবে ত্রাণ পৌঁছে দেয়ার নীতি, পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের বেতন এবং ওভারটাইমের প্রাপ্য মাস শেষে মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং যাঁদের সমস্যা সেই সাধারণ মানুষকে এই ব্যাপারে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ চুরি বন্ধ করতে হবে।

৩. অবাধ বাজার ব্যবস্থা কেন্দ্রিক উন্নয়ন নীতির ফলে আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অবিলম্বে বাজারবাদী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাতিল করে গণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। অবিলম্বে বৈষম্যমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বদলে একটি সার্বজনীন ও সমন্বিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে আক্রান্ত মানুষদের রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক কারণে আটককৃত ও বয়ঃবৃদ্ধ বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৪. সরকারকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামেসহ যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৫. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৬. গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। যারা গুমের শিকার হয়েছেন তাঁদেরকে অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে।

৭. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সংবিধানে এবং আইসিসিপিআর এ স্বীকৃত সভা-সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এবং ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের সভা ও সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

৮. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধে সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়নের জন্য বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া বন্ধ করে নিরিহ ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ানর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ও এর বিধিমালা ২০২০ এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ এবং নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১১. নারী ও শিশুদের প্রতি সংহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে এবং ভারত বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৪. অধিকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।